জ্যোৎস্না ফিল্মস
নিবেদিত

সমাপ্তি

Ⓐ

রঙিন

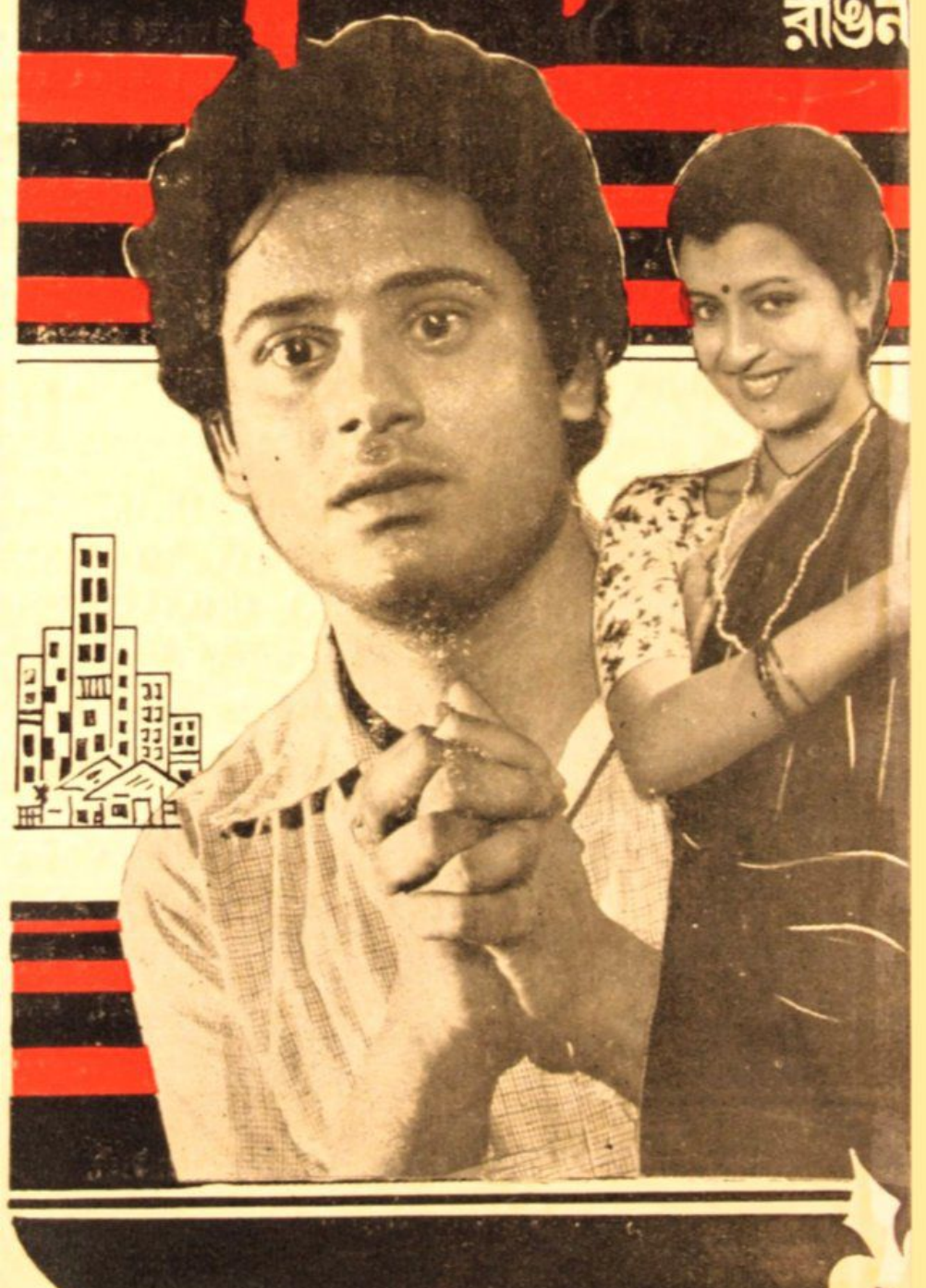

জ্যোৎস্না ফিল্মস নিবেদিত

দুলেন্দ্র ভৌমিকের "উলুখাগড়া" অবলম্বনে

সমাপ্তি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা – বিজয় বসু

প্রযোজনা—শ্যামল চ্যাটার্জি ॥ সঙ্গীত—অজয় দাস ॥

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥

সহঃ প্রযোজনা-স্বপন চ্যাটার্জী ।। সম্পাদক ও সহযোগী পরিচালক-প্রণব ঘোষ ।। চিত্রগ্রহণ-গৌর কর্মকার ।। "শিল্প নির্দেশনা-সূর্য চ্যাটার্জী ।। সঙ্গীতগ্রহন-সত্যেন চ্যাটার্জী, বলরাম বারুই ।। শব্দগ্রহন-রনজিৎ দত্ত, দূর্গা মিত্র ।। শব্দপুনর্যোজনা-জ্যোতি চ্যাটার্জী, অনুপ মুখার্জী (এন, এফ, ডি, সি),, ফাইট কম্পোজার-এস, আপ্পারও (মাদ্রাজ),, এ শেঠি (কলকাতা) ।। পরিচালনা সহযোগী-রথীশ দে সরকার ।। সংগঠক-শ্যামল ব্যানার্জী ॥ কর্মসচিব-সন্দীপ পাল ॥ ব্যাবস্থাপনা-মহাদেব সেন ॥ রূপসজ্জা-মনতোষ রায় ।। সাজসজ্জা-নিউ স্টুডিও সাপ্লাই ।। পরিচয় লিখন-রতন বরাট ।। স্থিবচিত্র-এড্না লরেঞ্জ ।। প্রচার পরিকল্পনা-তপন রায় ।।

চরিত্র চিত্রণে

মাধবী চক্রবর্ত্তী, সুমিত্রা মুখার্জী, লিলি চক্রবর্ত্তী, দেবশ্রী রায়, অনুপ কুমার, নির্মল কুমার, শেখর চ্যাটার্জী, প্রেমাংশু বসু, বিপ্লব চ্যাটার্জী, উৎপল রায়, নিমু ভৌমিক, মোহন চ্যাটার্জী, হরিধন মুখার্জী, চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ, মৃনাল মুখার্জী, অজয় ব্যনার্জী, শংকর ঘোষাল, সোমনাথ চৌধুরী, পল্লব ঘোষ, গৌতম চক্রবর্ত্তী, অর্জ্জুন ভট্টাচার্য্য সমীর মুখার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, বলাই মুখার্জী, পরিতোষ রায়, গৌর মালাকার, সুশীল রায়, প্রদীপ ঘোষ, পরেশ নারায়ন দত্ত, হর-প্রসাদ দাশ, বাবু মুখার্জী, অরুণ চৌধুরী, সতু মজুমদার, পরিতোষ বসু, অজিত চ্যাটার্জী, নিমাই রায়, ভোলানাথ সী, শ্রীমান বাপ্পা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সুমিতা মুখার্জী, গীতা নাগ, ইন্দু-লেখা চ্যাটার্জী, লক্ষ্মী চ্যাটার্জী, গীতাঞ্জলী দত্ত, সুমনা চক্রবর্ত্তী, লক্ষী ব্যানার্জী, রীতা ব্যানার্জী ও

তাপস পাল

নেপথ্য কণ্ঠে ঃ— মান্না দে, অনুপ ঘোষাল, শিবাজী চ্যাটার্জী,

অরুন্ধতী হোম চৌধুরী ।।

সহযোগীবৃন্দ

পরিচালনা — প্রণব বিশ্বাস, পল্লব ঘোষ ।। চিত্রগ্রহণ — সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, যুগল সর্দ্দার ।। শব্দগ্রহণ — বিনোদ ভৌমিক ।। সম্পাদনা — চিত্ত দাশ ।। শিল্প নির্দেশনা — রাম নিবাস ভট্টাচার্য ।। রূপসজ্জা — নিমাই দে ।। সাজ-সজ্জা — গনেশ মণ্ডল ।। ব্যবস্থাপনা — রবি মাকাল ।। আলোক সম্পাতে— সতীশ হালদার, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাশ, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, গোকুল হালদার, বেনুধর বিশাল, মধুসূদন গোস্বামী ॥ প্রচার ঃ সুব্রত ভাবক ।।

নিউথিয়েটার্স ১নং স্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে গৃহীত ॥

চিত্রপরিস্ফুটন—জেমিনী কালার ল্যাবোরেটারী ।।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ

দক্ষিনেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ, তারক ব্যানার্জী, অসীম সরকার, সুরেন্দ্র-নাথ সরকার, দীনেশ দে, জংবাহাদুর রানা, বলাই সরকার, মৃণাল কান্তি ব্যানার্জী, মলয় নন্দী, সমীর চ্যাটার্জী, জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী, স্বপন রায়, প্রদীপ দাশ, মানিক দাস, গদীশ মণ্ডল, সাউ ব্রাদাস, জগদীশ পাণ্ডে, বিশ্বাস বুক স্টল, মেসের সাহেব, হাসি মুন্সী (শান্তি নিকেতন), গোয়াল পাড়া তনয়েন্দ্র বিদ্যালয়, শিউশক্তি স মিল (বোলপুর), পরেশ নাথ ঘোষ (কালিকাপুর) রজত পুরের অধিবাসী বৃন্দ, বাদুড়বাগান পল্লীবাসী, কলিকাতা পুলিস, উত্তর কলিকাতা নেতাজী সংঘ, চ্যাটার্জী ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ॥

পরিবেশনা ঃ—মাদার ফিল্মস্

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

সমাপ্তি

অল্প বয়সেই লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিন মজুরের কাজ নিল ভোলা। শ্রাদ্ধবাড়িতে জল তোলা, এঁটোপাত কুড়ানো, রাজমিস্ত্রির জোগাড় দেওয়া—যখন যেমন জোটে।

বাবা হাঁপানীর রুগী, খাটতে পারে না, তবু দুটো পয়সার, জন্য কর্তাবাবুর লাথি খেয়েও পা আঁকড়ে ধরে এক-আধদিনের কাজের জন্যে। মাও পরের বাড়ী বাসন মাজে। এদিকে ছোট বোনটা বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে।

রোজগারের ফিকির খুঁজতে গাঁয়ের কৃষক সমিতির মিছিলের সঙ্গে ভোলা চলে এলো কলকাতায়। কলকাতায় বাতাসে নাকি নোট ওড়ে।

কলকাতায় এসে একটা রেষ্টুরেন্টে কাজ জুটে গেল। এখানে দিনে রেস-সাট্টার গুলতানী আর রাতে বে-আইনী মদের কেনা বেচা।

টাকার জন্যে এই জীবনটাই মেনে নিতে চাইল ভোলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত.....।

॥ গান ॥

১

কণ্ঠ : শিবাজী চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছেলে গাঁয়ের ছেলে
গায়ে গঞ্জে হাটে মাঠে
পথে বাটে খেয়া ঘাটে
দিন কাটে তার রাত যে কাটে।
নেই রোদ জীবনে তার
আছে মেঘ বৃষ্টি নামার
তাকে নিয়ে গল্প আমার
তাকে নিয়ে গল্প আমার॥
সেই না ছেলের শ্যাওলা কালো গা গতরে সবুজ মাটির গন্ধ
এবং কথায় যে তার হাওয়ায় দোলা বাঁশ বাগানের ছন্দ
তবু চাঁদে যে তার গেরন লাগে
দুঃখ যত তারই ভাগে
ধান নেই তার জীবনটা এক শূন্য খামার
তাকে নিয়ে গল্প আমার॥
সেই ছেলেটা দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখে
পথিক পাখীর পাখায় উড়ে—হারিয়ে যায়
দূর অজানায় অনেক অনেক দূরে
কোন রূপকথারই ইন্দ্রলোকে
কত যে তার স্বপ্ন চোখে
এগিয়ে চলে পথটা যে তার নয় গো থামার।
তাকে নিয়ে গল্প আমার॥

২ কণ্ঠ : অনুপ ঘোষাল

এ জনমে—আমি জানলাম না
সুখ যে কাকে বলে
পোড়া এ কপালে
শুধু দুখের আগুন জ্বলে।
বুকের জ্বালার এ যাতনা
কত চাপা যায়
নেই তো এমন দাড়ি পাল্লা
যাতে দুঃখ মাপা যায়
নৌকা আমার চড়ায় ঠেকে
চালালেও না চলে।
এ জনমে আমি জানলাম না…
প্রদীপ আমার নেভে ঝড়ে
ভাগ্য দোষে যে
ক্ষতি ছাড়া পাইনি কিছুই
হিসাব কষে যে
আশা আমার – নিশার স্বপন
মোমের মতই গলে ॥
এ জনমে আমি জানলাম না সুখ যে কাকে বলে।

মাদার ফিল্ম্ম পক্ষে তপন রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদিত অসিত প্রিণ্টার ওয়ার্কস ইং ১৩/৪/১৫ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৩ কণ্ঠ : মান্না দে

বোম বোম বোম বোম ভোলে—এ
জয় জয় জয় ভোলানাথ
আরে বোম বোম বোম ভোলে—এ
পঁয়তাল্লিশ টাকার জুয়ো—ও ও ও ও
পয়লা দিনেই বাজিমাৎ
কেয়া বাত—আরে জিয়ো
জয় জয় জয় ভোলানাথ
আরে জিয়ো জিয়ো ভোলানাথ
সোহান আল্লা ভোলে মিয়া
তুনে কামাল কিয়া
ও তুনে কামাল কিয়া
কেল্লা তুনে মার দিয়া
চিচিং ফাঁক
আরে এক পাত্তি হয়ে যাক
কিরে কালি মায়ের চন্নামেও ছোয়াবিনে একটু জিবে—অকুর।
কপাল গুনে হায় গোপাল মেলে লা লা লা লা
ভোলা চাঁদের রাজার বরাত
কেয়া বাত—কেয়াবাত—কেয়াবাত
জয় জয় জয় ভোলানাথ
আরে জিয়ো জিয়ো জিয়ো ভোলানাথ।
জীবনটাতো কাঠের গুঁড়ি, আর ভাগ্য তাতে চালায় করাত
একটু মেজাজ খানা পিনা
ইয়ে হ্যায় আসলি জিনা
ভাই ইয়ে হ্যায় আসলি জিনা
জিন্দেগী দো দিনকা—বুঝলি কিনা
ধাতিন ধিন! ওরে এক চুমুকে রাতটা দিন
আরে নাচো—খাও—পিয়ো—জিয়ো—মৌজ বানাও
জীবনটাতো কাঠের গুঁড়ি
ভাগ্য তাতে চালায় করাত
ঠিকবাত – ঠিকবাত—ঠিকবাত
জয় জয় জয় জয় ভোলানাথ
আরে জিয়ো জিয়ো জিয়ো ভোলানাথ ॥

পুরুষ – কাঁখেনিয়ে ঐ গাগরী
ও-ও-ও-ও-ও-ও-ও
কাঁখে নিয়ে ঐ গাগরী
ওগো নাগরী
এখনই তোমায় ঘরে ফিরে যেতে দেব না
মহিলা—আরে ভেবো না-ভেবো না-ভেবো না-ডাকলেই
যাবো ভেবো না
পুরুষ—ঐ কাঁখে নিয়ে ঐ গাগরী
পিপাসায় মরে যাই যে
এক ফোঁটা জল চাই যে—
মহিলা—দাঁড়াবার সময় নাই যে
পুরুষ—মেঘ হয়ে যদি এলে
ঘট থেকে জল ঢেলে
মিটাও চাতক পিয়াসা
জানতো আমার কি আশা-কি আশা-মিটাও মনের পিয়াসা
দেখে ঐ ঘট যে খালি
মহিলা—জানি পাড়ার লোকে দেবে গালি
কালামুখি বলে দেবে যে সবাই মুখে কালি
পুরুষ—তবে তুই মরনা ডুবে—মরনা ডুবে
ঐ যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে—
মহিলা—আমি তো অনেক আগেই মরেছি
পিরীতির বিষ আমি পান করেছি—
কলঙ্ক সে তো চন্দন করে
মেখেছি আমার গায়ে
অনেক আগেই মরেছি যে ডুবে—ভাবের যমুনায়
মরনে আমার কি আর ভয়—
পুরুষ—পিরীতির মরন কি আর হয়
সে কি জান না
পিরীতির নেই কোন ক্ষয়
নেই কোন ক্ষয়—কেন মান না
আরে মান না-মান না-মান না-মান না-কেন মান না
হে পিরীতির মরন কি আর হয়
মহিলা—পিরীতির নেই তো কোন ক্ষয়।